কার গাছ কে কাটে !

গাংনীর করমদিতে লক্ষাধিক টাকার সরকারি গাছ কাটছেন বিপ্লব হোসেন নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক। রাস্তার দু’পাশে ১৪ টি বড় আমের গাছ তার নিজের দাবি করে কাটলেও স্থানীয়দের অভিযোগ গাছগুলি সরকারি। গাছ রক্ষায় স্থানীয় প্রশানের হস্তক্ষেপ কামনা। তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন স্থানীয় প্রশাসন।

জানাগেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্প যাতায়াতের রাস্তার ১৪ টি আম গাছ রয়েছে। যার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। গাছগুলি করমদি গ্রামের মৃত মোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে ও করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক বিপ্লব হোসেন নিজের দাবি করে গাছ কাটা শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ৭ টি গাছ কাটা হয়েছে বাকি গাছ কাটা অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার বিকালে সরেজমিনে গিয়ে গাছ কাটা শ্রমিকদের সাথে আলাপকালে দুঃখি মিয়া নামের এক ব্যক্তি জানায় তিনি বিপ্লবের শ্রমিক হিসেবে কয়েকদিন ধরে গাছ কাটছেন। ৭ টি গাছ কাটা শেষ বাকিগুলি কাটা হবে। এর বেশি আর কিছুই জানেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানায়, বিপ্লব হোসেন জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলীর ভাতিজা ও এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ মুখ খুলছেনা। তবে গাছগুলি কাটতে হলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে কাটা উচিৎ বলে মনে করেন অনেকে। বিপ্লব হোসেনকে গাছ কাটার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গাছগুলি সরকারি নয়। আমার ব্যক্তিমালিকানা জমিতে লাগানো হয়েছে।

এব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী জানান, বিপ্লব হোসেন আমার ভাতিজা। আমার জানামতে বিপ্লব তার মালিকানা জমিতে গাছ কাটছে। তবে দু’একটি গাছ রাস্তার জমির মধ্যে পড়তে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন উপ-সহকারি (ভুমি) কর্মকর্তা আব্দুল হালিম বলেন, আমি ঘটনা স্থলে গিয়েছিলাম। গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং কাটা গাছ গুলি অপসারন না করা হয় সে বিষয়ে বিপ্লব ও তার লোক জনকে বলা হয়েছে। এবং উপজেলা ভুমি কর্মকর্তার কার্যালয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভ’মি) মোহাম্মদ ইয়ানুর রহমান জানান , তিনি বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন উপসহকারি ভ’মি কর্মকর্তা আঃ হালিমকে পাঠালে তিনি সরকারি গাছ কাটার বিষয়টির প্রাথমিক সত্যতা পান বলে জানিয়েছেন। তবে সার্ভিয়ার দিয়ে জরিপের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান , বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে উপজেলা ভুমি কর্মকর্তাকে। সরকারি গাছ হলে অব্যশই জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরের শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বাল্য বিয়ে মুক্ত দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা বাল্যবিবাহ মুক্তদিবসের বছরপূর্তি উদযাপন করেছে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

এ উপলক্ষে বৃহস্পিবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমানের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শোলমারী গ্রাম প্রদক্ষিন করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। পরে একটি আলোচনা সভা করা হয়।

সভায় বক্তব্য দেন প্রধান শিক্ষক মাহবুব রহমান , সহবারী শিক্ষক আব্দুল আলিম , ফারুক হোসেন , মর্তুজা ফারুক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকরী শিক্ষক আব্দুল জাব্বার , আফরোজা সুলতানা , মমতাজ পারভিন , শরিফুদ্দিন , জিয়াউর রহমান , রিপন আলী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

মেপ্র /এমএফআর

গাংনীতে বৃদ্ধকে হুইল চেয়ার দিয়ে সহযোগীতা করলেন ইউএনও দিলারা রহমান

গাংনী উপজেলার পলাশী পাড়া গ্রামের কফিরুল ইসলাম নামের এক বৃদ্ধকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

হতদরিদ্র কাফিরুল ইসলাম (৭০) বয়সের ভারে চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়লে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর হুইল চেয়ার চেয়ে আবেদন করেন। যাচাই বাছাই পুর্বক ওই ব্যাক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অফিস ভবনে হুইল চেয়ার টি প্রদান করেন। কাফিরুল ইসলাম জানান, তিনি দির্ঘদিন যাবৎ অন্যের কাছ থেকে একটি হুইল চেয়ার সাময়িক ভাবে চেয়ে চলাফেরা করছিলেন। কয়েকদিন আগে উক্ত হুইল চেয়ারের মালিক তার চেয়ারটি নিয়ে নেয়।

এসময় বৃদ্ধ কাফিরুল চলাফেরাই চরম বিপাকে পড়ে যায়। তার দুর্দশার কথা বিবেচনা করে হুইল চেয়ার প্রদান করেন ইউএনও। হুইল চেয়ার পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ কাফিরুল।

ধরাছোঁয়ার বাইরে মাদকের মূলহোতারা

মাদকের আন্ডরওয়ার্ল্ডে তারা ডন হিসেবে পরিচিত। বলা হয় মাদকের গডফাদার। মেহেরপুরের মাদকের এক গুচ্ছ নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই। ভালো মানুষের মুখোশ পরে সমাজপতির ভুমিকায় চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের ব্যবসা। এদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে আছে অস্ত্র চোরাচালানের

অভিযোগ। এইসব ব্যবসা করে রাতারাতিই বনে যাচ্ছে টাকার কুমির। কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আবার কখনো শ্রমজীবী সংগঠনের ছত্রছায়ায় তারা দিনের পর দিন হয়ে উঠছে বেপরোয়া।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও মাদক বিরোধী অভিযানের জন্য পুলিশের বিশেষ টিম এই সব গড ফাদারদের আটকে অভিযান পরিচালনা করছে। কয়েক জনকে আটক করতে সক্ষম হলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে অনেকেই। মাদক নির্মূলে তাদের আইনের আওতায় আনতে না পারলে কাজের কাজ কিছুই হবে। নতুন নতুন ব্যবসায়ীক পরিকল্পনা তৈরি করে শাষন করবে সমাজকে। আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে।

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বেশ কিছু মাদকের গডফাদারদের নাম।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিন শালিকা গ্রামের হায়াত আলীর ছেলে মিঠু। এর বিরুদ্ধে ২টি মাদকের মামলা সহ ৫টি মামলা রয়েছে। এলাকায় মাদকের গডফাদার হিসেবে পরিচিত। সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ায় খুব সহজেই ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য মিঠু বাংলাদেশে নিয়ে আসে। বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মেহেরপুর সহ বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায় মাদক সরবরাহ করে। পুলিশের হাতে বেশ কয়েকবার ধরা পড়লেও বন্ধ হয়নি তার মাদক ব্যবসা।

মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত শফিউদ্দিন এর ছেলে নজরুল ইসলাম ওরফে নজু। এর বিরুদ্ধে মাদক মামলাসহ ৪টি মামলা রয়েছে। নজু মেহেরপুর জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক কার্যকরি সভাপতি।

নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে রানা সেও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধেও ২টি মাদক মামলাসহ ৪টি মামলা রয়েছে। সম্প্রতি অবৈধভাবে যৌন উত্তেজক সিরাপ তৈরি ও বিক্রির দায়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে রানা আটক হয়। সেই সাথে তার পিতা নজরুল ইসলাম নজু পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করে। বর্তমানে রানা জেলা হাজতে আটক থাকলেও নজরুল ইসলাম নজু জামিনে মুক্ত আছে।

এছাড়াও নজুর ভাই মনিরুল ইসলামের ছেলে সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন। রাজনীতির আড়ালে দির্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ৩০ বোতল ফেন্সিডিল ও জাব্বারুল নামের তার এক সহযোগীসহ তাকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। বর্তমানে পলেন জেল হাজতে রয়েছে।

গাংনী উপজেলার বামুন্দি নিশিপুর গ্রামের বিচার উদ্দিন ওরফে ভজার ছেলে হাবিবুর রহমান হবি। তার বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র মামলাসহ ৬ টি মামলা রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিন’র অনুসন্ধানে তারই নামটি বেশ জোরালো ভাবে উঠে এসেছে। হবি জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সহ সভাপতি ও শ্রমিকলীগ নেতা।
মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে হবি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা ছির যা ইতিমধ্যে মিটে গেছে। আর মাত্র দুইটি মামলা আছে এর মধ্যে ১টি অস্ত্র মামলা। এটাও অল্পদিনের মধ্যে মিটে যাবে’।

গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ফরমান আলী শেখ ওরফে ফেলার ছেলে জোহা। মাদক দ্রব্য সীমান্ত পার করে আনার নায়ক হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাদক সরবরাহ করে থাকে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমরা মাদক নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে অনেকটা সফল। প্রতিনিয়ত আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সেই সাথে সফলতার সাথে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করতে আমরা সক্ষম হয়েছি’।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, ‘ইতিমধ্যে মেহেরপুর জেলার মাদক সম্◌্রাট বলে যারা পরিচিত তাদের আটক ও আইনের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাদক নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিটি থানা প্রাঙ্গনে মাদক বিরোধী সমাবেশ করা হচ্ছে। সেই সাথে পুলিশের একটি চৌকস দল মাদক নিয়ন্ত্রনে সব সময় কাজ করছে’।

তিনি আরো বলেন, ‘আপনারা জানেন আগামী ১ মার্চ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মেহেরপুরে আসবেন। এসময় তিনি মাদক ও জঙ্গি বিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেহেরপুর থেকে মাদক সম্পূর্ন ভাবে নির্মূল করতে আমরা সক্ষম হবো’।

(মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মাদক নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চলবে)…

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সড়কে পথ দুর্ঘটনায় পিয়াস নামের এক যুবক আহত হয়েছে। পিয়াসকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত পিয়াস মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের আল-আমিন হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, পিয়াস গাড়াডোব থেকে মোটরসাইকেল যোগে আসার পথে আমঝুপি উত্তর পাড়া নামক স্থানে একটি ছাগলের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার।

সভায় বক্তব্য রাখেন নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম।

সভাই কি নোট উপস্থাপন করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম শাহীন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে একদিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (রাজস্ব) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা বিআরডিবি হলরুমে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু'র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ইয়ানুর রহমান, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আখের আলী, জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান।

সমবায়ীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হুমায়ূন কবীর রিপন, মো. শফিউল আলম, যুথিকা রানী বিশ্বাস প্রমূখ।

প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস, মো. হাফিজুর রহমান, অফিস সহকারী মেহেদি হাসান। গাংনী উপজেলার ৭ টি সমবায় সমিতির ২৫ জন সদস্য

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন নদী পরিদর্শন করলেন নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার দুইদিনের সফরের ২য় দিন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার ভৈরব নদ, কাজলা নদী পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল বুধবার সকালের দিকে ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কাজলা নদী, পিরোজপুর ও জাদুখালিতে ভৈরব নদ এবং মুজিবনগর উপজেলার যতারপুরে ভৈরব নদ পরিদর্শন করেন।

এসময় নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিবাড়ি পরিদর্শন করেন।

মেপ্র/আরপি

সাংবাদিক ও সংগঠক মেন্টুর দাফন

সম্পন্ন

ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান মেন্টুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ২য় জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার আগে সাংবাদিকরা মেন্টুকে শ্রেষ শ্রদ্ধা জানান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শ্রেণি -পেশার মানুষ জানাজা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আনিসুজ্জামান মেন্টু মৃত্যুবরণ করেন।

মেপ্র /আরপি

মেহেরপুরে এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে র‌্যালী

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরে এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে এ র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মো : আতাউল গনির নেতৃত্বে র‌্যালীটি মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে শুরু করে বাদ্যের তালে তালে প্রধান সড়ক অতিক্রম করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসক মো : আতাউল গনি এসএম ই মেলা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো : তৌফিকুর রহমান , সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন , সহকারী কমিশনার মাহমুদুল হাসান , মেহেরপুর জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল

ইসলাম বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র /আরপি